দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 9 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩...

২শ' একর জমি বেদখল

ছোট হয়ে আসছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মাহবুব মিলন

কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু জমি অবৈধ দখলদারদের কবলে চলে যাচ্ছে। ফলে আয়তনে ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি। আবার ক্যাম্পাসের ভিতরে অপরিকল্পিতভাবে ঘর বানিয়ে বসবাস করছে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। ফলে বিশ্ববিদ্যাবিদ্যালয় হারাচ্ছে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। অতিদ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে এসব জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে কোন সীমানা প্রাচীরও নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। পাহাড়ঘেরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ই আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। সমতল ভূমিসহ যারা আয়তন ১২৫৭.৮২ একর। এর মধ্যে অধিকাংশই পাহাড়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশপথ ১নং গেট থেকে উত্তর দিকে গড়ে তোলা হয়েছে ছেলেদের হল, আইন অনুষদ, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজসহ মেডিকেল সেন্টার। ২নং গেটের পরেই রয়েছে জোবরা গ্রাম। আর গ্রামের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা লাগোয়া থাকলেও সেখানে নেই কোন সীমানা প্রাচীর। পুরতন সামতননাহার হলের পিছনের দিক থেকে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ পর্যন্ত প্রায় ২০ একর জমি অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিয়েছে বলে জানান একজন কর্মকর্তা। এদিকে প্রকৌশল দপ্তরের পিছনে অবৈধভাবে ঘর বানিয়ে দখল নিয়েছে গ্রামের কিছু বাসিন্দারা। আবার কলা অনুষদের পিছন থেকে বিজ্ঞান অনুষদ হয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত প্রায় ৩০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে জানা যায়। সেখানে পুকুর কেটে মাছ চাষ ও পাহাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়াই চাষাবাদ করছে দখলদাররা। এছাড়াও ফরেস্ট্রি হোস্টেলের পিছনে অনেক জমিই বর্তমানে বেদখল অবস্থায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হতাশার মোড় থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যকার, বিজ্ঞান অনুষদের পিছনের জমি প্রতি বছর স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে লিজ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যাতে ধানসহ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ করা হয়। ফলে ক্যাম্পাসে রয়েছে স্থানীয় ভূমিদস্যু ও কৃষকদের অবাধ বিচরণ। প্রতিনিয়তই কৃষকরা তাদের গরুর পাল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। যার ফলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় পড়তে হয় ছাত্রছাত্রীদের। আর এভাবেই আস্তে আস্তে তারা দখলে নিয়ে নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি। তবে কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই। এসব ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় তারা ক্যাম্পাসের ভিতরে গড়ে তুলছে অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হারাচ্ছে তার সৌন্দর্য। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ইতোমধ্যেই দখল নিয়ে বসবাস করছে আলাওল হল ও আইন অনুষদের মধ্যেকার প্রায় ৮ একর জমি (শাহী কলোনী), কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ, ৩নং গোডাউন, কলা অনুষদ ও রব হলের মধ্যকার প্রায় ১০ একর জমি, বিজ্ঞান অনুষদের দক্ষিণ দিকের জমি, খালেদা জিয়া হলের পাশের জমি এবং আশপাশের জমিতে। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কয়েকবার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা কাগজে-কলমেই থেকে যায়। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিলে আমরা জমি ছেড়ে দেবো। এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলমের সাথে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।